# বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০০
## ২০০০ সনের ১২ নং আইন

*[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত ]*

**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, নামে ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ**।- (১) মহাপরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহাপরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় প্রকার মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহাপরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহাপরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।"।

৩। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর (১) উপ-ধারার "অনূর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদণ্ড বা এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন" শব্দগুলির পরিবর্তে "অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উক্তরূপ দণ্ডের অতিরিক্ত প্রতিকার হিসাবে আদালত উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ডিক্রীও প্রদান করিতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারার সন্নিবেশ।**- উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

> "১৫ক। **ক্ষতিপূরণের দাবী।**- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা জনগণ ক্ষতিগ্রস্থ হইলে, উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।"।

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

> "১৭। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ (Cognizable) গ্রহণীয় হইবে।
>
> (২) মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না।"।

# বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২

## ২০০২ সনের ৯ নং আইন

*[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৪-১-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]*

**বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনে নূতন ধারা ২ক এর সন্নিবেশ**।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"২ক। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।"।

৩। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এর প্রথম শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, -

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশ সম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ"।

৪। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনে নূতন ধারা ৪ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ**।- (১) এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্ত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

৫। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন ধারা ৬ ও ৬ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।-** (১) স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন ভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মান মাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

৬ক। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ।-** সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

**ব্যাখ্যা-** এই ধারায় "পলিথিন শপিং ব্যাগ" অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রন এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোঙ্গা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।"।

৬। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সম্পর্কে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।"।

৭। **১৯৯৫ সনের ১নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।-** উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ এবং ১৫ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৫। **দণ্ড।-** (১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ড আরোপনীয় হইবে ঃ

**টেবিল**

| ক্রমিক নং | অপরাধের বর্ণনা | আরোপনীয় দণ্ড |
|---|---|---|
| ১। | ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ | অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| ২। | ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (২) লংঘন | অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; |
| ৩। | ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন | প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |

| | | |
|---|---|---|
| ৪। | ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী -<br>(ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজার-জাতকরণ;<br>(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার | (ক) অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।<br>(খ) অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| ৫। | ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ | অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| ৬। | ধারা ৯ এর উপ-ধার (১) বা (২) এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা | অনধিক ১০ (দশ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডঃ<br>তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৯(১) এর বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নিম্নতর দণ্ড নির্ধারণ করা হইলে উক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হইবে। |
| ৭। | ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সাহায্য বা সহযোগিতা না করা | অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| ৮। | ধারা ১২ এর বিধান লংঘন | অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |
| ৯। | এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধির অধীনে প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা | অনধিক ৩ (তিন) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। |

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরূপ দণ্ড ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

১৫ক। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।**- কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হইলে, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্তির জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।"।

৮। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর -

(ক) বিদ্যমান বিধান উপ-ধারা (১) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এই উপ-ধারার ব্যাখ্যার দফা (খ) তে "বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার (Partnership Firm)" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উক্তরূপে সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Coporate) হইলে, উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।"।

৯। **১৯৯৫ সনের ১ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"১৭। **অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ।**- অধিদপ্তরের কোন পরিদর্শক বা মহা-পরিচালক হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে এখতিয়ারসম্পন্ন আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া, উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

# পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০
## ২০০০ সনের ১১ নং আইন

*[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১০-৪-২০০০ ইং তারিখে প্রকাশিত]*

**পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা**।- এই আইন পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে –

(ক) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (ActV of 1908);

(খ) "পরিবেশ আইন" অর্থ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এবং কোন আইনে পরিবেশ আদালতে বিচারের জন্য কোন বিষয় নির্ধারিত থাকিলে উক্তরূপ আইনও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভূত;

(গ) "পরিবেশ আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত কোন পরিবেশ আদালত;

(ঘ) "পরিবেশ আপীল আদালত" অর্থ এই আইনের অধীনে গঠিত পরিবেশ আপীল আদালত;

(ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1998 (Act V of'1898)

(চ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

৪। **পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেকটি বিভাগে এক বা একাধিক পরিবেশ আদালত প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে একটি পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, সাবজজ ও সহকারী দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) প্রত্যেক পরিবেশ আদালত বিভাগীয় সদরে অবস্থিত থাকিবে, তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে সরকারী গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা উক্ত আদালতের বিচারকার্যের স্থানসমূহ বিভাগীয় সদরের বাইরেও নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) কোন বিভাগে একাধিক পরিবেশ আদালত স্থাপিত হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক পরিবেশ আদালতের জন্য এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৫। **পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের বিচার ও ক্ষতিপূরণ লাভের জন্য বা উভয়ের জন্য এই আইনের বিধান অনুসারে পরিবেশ আদালতে সরাসরি মামলা করিতে হইবে এবং শুধু উক্ত আদালত বিচারার্থ গ্রহন (Cognizance), বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সহ উহার বিচার ও নিস্পত্তি হইবে।

(২) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত "দণ্ড আরোপ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপুরণের ডিক্রী প্রদান করিতে পারিবে।"

(৩) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ এই আইনের অধীন অপরাধ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে তদন্ত করিতে পারিবে না এবং এইরূপ ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন পরিবেশ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপ-ধারার অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং উক্ত অভিযোগ বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত অভিযোগ ব্যতিরেকে সরাসরি উক্ত অভিযোগকারীর আবেদনের ভিত্তিতে বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পরিবেশ আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ, অভিযোগের ভিত্তিতে, আমলে নিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আপীল আদালত মামলার কোন পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজন বোধ করিলে, বা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন কোন মামলা অন্য কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর এবং এই প্রকার স্থানান্তরিত মামলা পুনরায় স্থানান্তরিত করিতে পারিবে।

৬। **প্রবেশ অধিকার ইত্যাদি**।- মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে কোন স্থানে প্রবেশের প্রয়োজন হইরে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত স্থানে প্রবেশ, পরিদর্শন এবং তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

৭। **তদন্তের ক্ষমতা**।- (১) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন, পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি একইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিবেশ আইনের অধীনে কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতির অতিরিক্ত বা কোন ভিন্নতর পদ্ধতির প্রয়োজন থাকিলে সরকার এতদ্‌উদ্দেশ্য বিধি প্রনয়ণ করিতে পারিবে।

৮। **পরিবেশ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা**।- (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিস্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং পরিবেশ আদালত একটি ফৌজদারী আদালত বলিয়া গণ্য

হইবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধিতে সেশনস আদালত কর্তৃক কোন মামলার নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে পরিবেশ আদালত সে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে।

(২) ধারা ৫(৩) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন এবং আদালতে তদন্তাধীন বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) পরিবেশ আদালত উহার নিকট বিচারাধীন কোন মামলা সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে অধিকতর তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বা ব্যক্তিকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশে তদন্তের প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে।

(৪) এই আইন বা পরিবেশ আইন দ্বারা ন্যস্ত যে কোন ক্ষমতা পরিবেশ আদালত প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) পরিবেশ আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, দেওয়ানী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে পরিবেশ আদালত একটি দেওয়ানী আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন কোন ক্ষতিপূরণের মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) বিচারের জন্য মামলার শুনানী তিনবারের অধিক মূলতবী করা যাইবে না এবং একশত আশি দিনের মধ্যে পরিবেশ আদালত উক্ত মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এই সময়সীমার মধ্যে কোন মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত, বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত আশি দিনের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে বিষয়টি পরিবেশ আপীল আদালতকে অবহিত করিবে এবং উক্ত একশত আশি দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

৯। **অর্থদণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে রূপান্তর**।- (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পরিবেশ আদালত কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, উক্ত আদালত পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরন হিসাবে গন্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় যোগ্য হইবে।

(২) পরিবেশ আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত ক্ষতিপূরণ দাবি এমনভাবে জড়িত থাকে যে, অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবি একই মামলায় বিচার করা প্রয়োজন, তাহা হইলে পরিবেশ আদালত অপরাধটির বিচার পূর্বে করিবে এবং অপরাধের দণ্ড হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান যথাযথ না হইলে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে।

১০। **পরিবেশ আদালত কর্তৃক পরিদর্শনের ক্ষমতা**।- (১) মামলা যে কোন পর্যায়ে কোন সম্পত্তি, বস্তু বা অপরাধ সংগঠনের স্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে পরিবেশ আদালত, পক্ষগণকে বা তাহাদের নিযুক্ত আইনজীবীগণকে, পরিদর্শনের সময় ও স্থান নির্ধারণপূর্বক যথাযথ নোটিশ প্রদান করিয়া, তাহা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(২) পরিদর্শনের সময় বা- অব্যবহিত পরে, বিচারক পরিদর্শনের ফলাফল একটি স্মারকলিপি আকারে প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত স্মারকলিপি মামলার শুনানীর সময় সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইরূপ সাক্ষ্যের ব্যাপারে কোন পক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেনা।

১১। **আপীল**।- (১) দেওয়ানী কার্যবিধি বা ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবেশ আদালতের কার্যধারা, আদেশ, রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি ও আরোপিত দণ্ড সম্পর্কে কোন আদালত বা অন্যকোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(২) পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা আরোপিত দণ্ডের দ্বারা সংক্ষুদ্ধ পক্ষ, উক্ত রায়, ক্ষতিপূরণের ডিক্রি বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ধারা ১২ এর অধীন গঠিত পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) অন্তবর্তী নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জগঠন সংক্রান্ত আদেশ, অপরাধ আমলে লওয়ার আদেশ ব্যতীত অন্য কোন অন্তবর্তী আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিবেনা।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার উপর পরিবেশ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ আপীল দায়ের করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি, ডিক্রিকৃত অর্থের অর্ধেক অর্থ ডিক্রি প্রদানকারী আদালতের নিকট জমা না করিয়া, উক্ত রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন না।

১২। **পরিবেশ আপীল আদালত**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক পরিবেশ আপীল আদালত স্থাপন করিবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্যে হইতে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) পরিবেশ আপীল আদালত ঢাকায় বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন স্থানে অবস্থিত থাকিবে।

(৪) অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে সেশনস আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৫) ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, দেওয়ানী কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানী আদালত যে আপীল আদালত হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে পরিবেশ আপীল আদালত সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১৩। **বিচারাধীন মামলা**।- এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে কোন পরিবেশ আইনের অধীন কোন মামলা কোন আদালতে বিচারাধীন থাকিলে উহা উক্ত আদালতেই এমনভাবে চলিতে থাকিবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

১৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

# পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২

## ২০০২ সনের ১০ নং আইন

*[বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ৭-৪-২০০২ ইং তারিখে প্রকাশিত]*

**পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন**

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে পরিবেশ আদলত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলো, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**। - এই আইন পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের পূর্ণ শিরোনাম ও প্রস্তাবনার সংশোধন**।- পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর -

(ক) পূর্ণ শিরোনাম এর "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠাকল্পে" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধানকল্পে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্রস্তাবনায় "অপরাধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদির বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা করা" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধের বিচারকারী আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ২ এর -

(ক) দফা (খ)এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) এবং (খখ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(খ) "পরিদর্শক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন পরিবেশ আইনের অধীন পরিদর্শন বা তদন্তের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খখ) "পরিবেশ আইন" অর্থ এই আইন, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোন আইন, এবং এই সকল আইনের অধীন প্রণীত বিধি;"।

(খ) দফা (চ) এর শেষ প্রান্তে দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(ছ) "স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ধারা ৫ক এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট।"।

৪। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন**।- উক্ত আইন এর ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে, —

(ক) যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে, এবং উক্ত বিচারক শুধু মাত্র পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারাধীন মামলার বিচার করিবেন; এবং

(খ) প্রয়োজনবোধে, কোন বিভাগ বা উহার কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য যুগ্ম জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচারককে তাহার সাধারণ দায়িত্বের আতিরিক্ত হিসাবে পরিবেশ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবে এবং উক্ত বিচারক তাহার সাধারণ এখতিয়ারভূক্ত মামলা ছাড়াও পরিবেশ আদালতের এখতিয়ারভূক্ত মামলাসমূহের বিচার করিবেন।"।

৫। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ৫ এর —

(ক) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) পরিবেশ আদালত এই আইনের ধারা ৫ক এর অধীন অপরাধসহ অন্য কোন পরিবেশ আইনে বর্ণিত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ড আরোপ, উক্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার অংশবিশেষ, যানবাহন বা অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্য সামগ্রী বা বস্তু বাজেয়াপ্তির আদেশ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য আদেশ বা ডিক্রি প্রদান করিতে পারিবে; এবং এতদ্‌ব্যতীত উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ঘটনার পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে একই রায়ে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ-

(ক) যে কাজ করা বা না করার কারণে অপরাধটি সংঘটিত হইয়াছে, উহার পুনরাবৃত্তি না করা বা অব্যাহত না রাখা বা ক্ষেত্রমত এইরূপ কাজ করার জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(খ) উক্ত অপরাধ বা ঘটনার কারণে পরিবেশের যে ক্ষতি হইয়াছে বা হইতে পারে উহার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি অনুসারে আদালতের বিবেচনামত উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত ব্যক্তিকে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান;

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ এবং মহা-

পরিচালক বা অন্য কোন যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত নির্দেশ বাস্তবায়নের রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) বা (গ) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পুনঃবিবেচনার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় প্রদানের তারিখের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন এবং মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিয়া এইরূপ আবেদন আদালত পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন পরিবেশ আদালত কোন অপরাধ বা কোন পরিবেশ আইনের অধীন ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিবেনা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন আবেদনের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত পরিদর্শক কোন অপরাধের অভিযোগ বা ক্ষতিপূরণের দাবী গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি উহার ভিত্তিতে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই এবং উক্ত অভিযোগ বা দাবী বিচারের জন্য গ্রহণের যৌক্তিকতা আছে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক বা মহা-পরিচালককে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ দিয়া উক্তরূপ লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকেই সরাসরি উক্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা ক্ষতিপূরণের দাবী বিচারার্থ গ্রহণ করিতে বা যথাযথ মনে করিলে অভিযোগ বা দাবী সম্পর্কে তদন্তের জন্য উক্ত পরিদর্শককে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (৪) ও (৫) বিলুপ্ত হইবে।

৬। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ এর সন্নিবেশ।-** উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৫ক, ৫খ এবং ৫গ সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"৫ক। **আদালতের নির্দেশ অমান্যকরণ, ইত্যাদির দণ্ড।-** কোন ব্যক্তি ধারা ৫(২) এর -

(ক) দফা (ক) এর অধীনে আদালত প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করিয়া যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করেন বা যে অপরাধটি অব্যাহত রাখেন, উহার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে তিনি দণ্ডণীয় হইবেন, তবে এইরূপ দণ্ড উক্ত নির্দেশ প্রদানের সময় আরোপিত দণ্ড অপেক্ষা কম হইবে না;

(খ) দফা (খ) বা (গ) এর অধীন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ ভঙ্গ করিলে, ইহা হইবে একটি স্বতন্ত্র অপরাধ এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডণীয় হইবেন।

**ব্যাখ্যা।-** এই ধারার অধীন অপরাধ তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে এই আইনের অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৫খ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধের বিচার।-** পরিবেশ আইনে বর্ণিত যে সকল অপরাধের জন্য অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা, অনধিক ১০,০০০ টাকা অর্থদণ্ড বা

উভয় দণ্ড বা কোন কিছু বাজেয়াপ্তির বিধান আছে, সেই সকল অপরাধের বিচারের জন্য সরকারের নির্দেশ অনুসারে কোন ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য এককভাবে বা তাহার সাধারণ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট রূপে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধের সহিত পরিবেশ আইনের অধীন অন্য কোন অপরাধ জড়িত থাকিলে এবং উভয় অপরাধ একই মামলায় বিচারের প্রয়োজন থাকিলে উহা পরিবেশ আদালতে বিচার্য হইবে।

৫গ। **স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচার পদ্ধতি**।- (১) পরিদর্শকের লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মহা-পরিচালকের অনুমোদন থাকিলে, ধারা ৭ এর বিধানাবলী অনুসরণ ব্যতিরেকেই পরিদর্শক এই উপ-ধারার অধীনে তাহার রিপোর্ট সরাসরি উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধিতে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বিচার (summery trial) পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচার্য মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন পরিদর্শক পরিচালনা করিবেন; এবং এইরূপ মামলা উক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর বা পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে তাহাকে একজন পরিদর্শক সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।”।

৭। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর প্রতিস্থাপন**।- উক্ত আইনের ধারা ৬ ও ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬, ৭ এবং ৭ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

“৬। **প্রবেশ, আটক ইত্যাদির ক্ষমতা**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন বিষয়ে পরিদর্শন বা কোন অপরাধ তদন্তের উদ্দেশ্যে, মহা-পরিচালক বা পরিবেশ আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইলে এই আইনের অধীন প্রদেয় ক্ষতিপূরণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে, পরিদর্শক যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে যে কোন স্থানে প্রবেশ, তল্লাশী বা কোন কিছু আটক বা কোন কিছুর নমুনা সংগ্রহ বা কোন স্থান পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত পরিদর্শক প্রয়োজনবোধে ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারা অনুসারে পরিবেশ আদালত বা যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তল্লাশী পরওয়ানার ইস্যুর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তল্লাশী, আটক বা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পরিদর্শক যথাসম্ভব ফৌজদারী কার্যবিধি এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইনের বিধান অনুসরণ করিবেন।

৭। **তদন্ত পদ্ধতি**।- (১) পরিবেশ আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সাধারণভাবে একজন পরিদর্শক তদন্ত করিবেন, তবে কোন বিশেষ ধরণের অপরাধ বা কোন নির্দিষ্ট অপরাধ তদন্তের

উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, তাহার অধীনস্থ অন্য কোন কর্মকর্তাকেও ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত পরিদর্শক বা কর্মকর্তা, অতঃপর তদন্তকারী কর্মকর্তা বলিয়া উল্লেখিত, কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা অন্য যে কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, এই ধারার অধীন কার্যক্রম শুরু করিতে পারিবেন।

(৩) কোন অপরাধের আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করার পূর্বে তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতঃ একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এতদুদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট পেশ করিবেন এবং দ্বিতীয়োক্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন যে, বিষয়টি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু করা অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ আইন বা এই আইন বা প্রবিধান অনুসারে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা আদৌ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা সমীচীন কি না এবং তদনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুসারে আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে তদন্ত কারী কর্মকর্তা প্রাথমিক রিপোর্টের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় পেশ করিবেন এবং উহা অপরাধ সম্পর্কিত একটি তথ্য বা এজাহার হিসাবে থানায় লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং অতঃপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ক্ষেত্রবিশেষে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা তদন্ত করিবেন।

(৫) কোন অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন থানার একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ন্যায় একই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং তিনি, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসরণ করিবেন।

(৬) আনুষ্ঠানিক তদন্তের পূর্বে অনুসন্ধান পর্যায়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক রেকর্ডকৃত জবানবন্দী, আটককৃত বস্তু, সংগৃহীত নমুনা বা অন্যান্য তথ্য আনুষ্ঠানিক তদন্তের প্রয়োজনে বিবেচনা ও ব্যবহার করা যাইবে।

(৭) তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্তকারী কর্মকর্তা, মহা-পরিচালকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুমোদন গ্রহণক্রমে, তাহার তদন্ত রিপোর্টের একটি কপি এবং উক্ত রিপোর্টের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট মূল কাগজপত্র বা উহার সত্যায়িত অনুলিপি সরাসরি পরিবেশ আদালতে বা ক্ষেত্রমত কোন মামলা স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য হইলে উক্ত আদালতে দাখিল করিবেন এবং একটি অনুলিপি তাহার দপ্তরে এবং আরেকটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট থানায় জমা করিবেন; এবং এইরূপ রিপোর্ট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭৩ ধারার অধীন প্রদত্ত পুলিশ রিপোর্ট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্বেও, তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে, উক্ত উপ-ধারার অধীন আনুষ্ঠানিক তদন্তের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পূর্বেই অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট দলিল, বস্তু বা যন্ত্রপাতি আটক করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, উহা সরাইয়া ফেলা বা নষ্ট করা হইতে পারে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ব্যতিরেকেই গ্রেফতার করিতে পারিবেন যদি যুক্তিসংগত কারণে তিনি মনে করেন যে, তাহার পলাতক হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

৭ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।-** ধারা ৬ ও ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তদন্তকারী কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা সহায়তা করিবে।"।

৮। **২০০০ সালের ১১ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।-** উক্ত আইনের ধারা ৮ এর -

(ক) উপ-ধারা (১) এর "তদন্ত ," শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৫) পরিবেশ আদালতে বিচার্য সকল মামলা রাষ্ট্রের পক্ষে একজন পাবলিক প্রসিকিউটর বা অতিরিক্ত বা সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর পরিচালনা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিদর্শক বা মহা-পরিচালকের নিকট হইতে কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা পরিচালনায় উক্ত প্রসিকিউটরকে সহায়তা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে আদালতে তাহার বক্তব্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন।"

৯। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন-** উক্ত আইনের ধারা ১১-এর —

(ক) উপ-ধারা (১) এর "বিধান অনুযায়ী" শব্দগুলির পর "ব্যতীত" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর "দণ্ডাদেশ" শব্দটির পর "খালাস আদেশ বা কোন দেওয়ানী মামলা খারিজের আদেশ বা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশ" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) এবং (৩ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) পরিবেশ আদালত প্রদত্ত অন্তর্বর্তী বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ, স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার আদেশ, জামিন মঞ্জুর করা বা না করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ এর আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে; অন্য কোন অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা উহার বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৩ক) স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত দণ্ডাদেশ, খালাস আদেশ, জামিন মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করার আদেশ, চার্জ গঠন বা ডিসচার্জ করার আদেশ এবং কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করা বা না করার আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে আপীল করা যাইবে, অন্য কোন আদেশের বিরুদ্ধে পরিবেশ আপীল আদালতে বা অন্য কোন আদালতে আপীল বা রিভিশনের আবেদন করা যাইবে না।"।

১০। **২০০০ সনের ১১ নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে পরিবেশ আপীল আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার সুপ্রিম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে —

(ক) জেলাজজ পর্যায়ের একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে শুধু মাত্র উক্ত আদালতের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে; অথবা

(খ) প্রয়োজনবোধে কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য কোন জেলার জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আদালতের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।"।

১১। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১২ক এর সন্নিবেশ**।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১২ক। **মামলা স্থানান্তর**।- কোন আবেদন বা অন্য কোন তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ আপীল আদালত —

(ক) উহার অধীনস্থ কোন পরিবেশ আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে; বা

(খ) উহার অধীনস্থ কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন মামলা উহার অধীনস্থ অপর কোন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বা পরিবেশ আদালতে স্থানান্তর বা পুনঃস্থানান্তর করিতে পারিবে।"।

১২। **২০০০ সনের ১১ নং আইনে নূতন ধারা ১৩ক এর সন্নিবেশ**।-.উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ-

"১৩ক। **পূর্বে সংঘটিত কতিপয় অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে পরিবেশ আদালতের এখতিয়ার**।- (১) পরিবেশ আদালত (সংশোধন) আইন, ২০০২ এর প্রবর্তন তারিখের পূর্বে সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন মামলা দায়ের হইয়া না থাকিলে পরিদর্শক বা তৎসম্পর্কে মহা-পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত অন্য কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ বা লিখিত রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিবেশ আদালত বা ক্ষেত্রমত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট পরিবেশ আইনের অধীন অপরাধ আমলে গ্রহণ এবং এই আইন অনুসারে উহার বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলায় শুধুমাত্র অভিযোগকারীর অনুপস্থিতির কারণে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৪৭ ধারার অধীনে মামলাটি খারিজ করা হইবে না।"।

# ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯

## ১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন

*[ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১২-২-১৯৮৯ ইং তারিখে প্রকাশিত]*

### ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু ইট পোড়ানো নিয়ন্ত্রণের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ১৭ই আষাঢ়, ১৩৯৬ মোতাবেক ১লা জুলাই, ১৯৮৯ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "জ্বালানী-কাঠ" অর্থ জ্বালানী-কাঠ হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কাঠ;

(খ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত বিধি;

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোন কোম্পানী, সমিতি বা ব্যক্তি সমষ্টি, সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কেও বুঝাইবে;

(ঘ) "লাইসেন্স" অর্থ এই আইনের অধীনে প্রদত্ত লাইসেন্স।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে বিপরীত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **ইট পোড়ানো লাইসেন্স।**- (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইট পোড়াইতে পারিবেন না।

(২) বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে এবং ফিস প্রদান করিয়া উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত লাইসেন্সের জন্য যে এলাকায় ইট পোড়ানো হইবে সেই এলাকার উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট দরখাস্ত পেশ করিতে হইবে।

(৩) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দরখাস্তে উল্লেখিত বিষয়গুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্তুষ্ট হইয়া বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৪) ইট পোড়ানো জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স, উহা প্রদানের তারিখ হইতে, পাঁচ বৎসরের জন্য বৈধ থাকিবে, তবে উক্ত মেয়াদের মধ্যে লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সে উল্লিখিত কোন শর্ত লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উক্ত লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দেখাইবার সুযোগ প্রদান না করিয়া লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

৫। **জ্বালানী-কাঠ দ্বারা ইট পোড়ানো নিষিদ্ধ**।- কোন ব্যক্তি ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানী-কাঠ ব্যবহার করিবেন না।

৬। **পরিদর্শন**।- এই আইনের কোন ধারা লঙ্ঘন হইয়াছে কি-না তাহা নিরূপণ করার জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার বা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, কোন প্রকার পরোয়ানা ব্যতীত, যে কোন ইটের ভাটা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭। **দন্ড**।- কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান বা তদধীন প্রণীত কোন বিধি বা লাইসেন্সের কোন শর্ত লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে বা অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানায় বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৮। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।- উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে না।

৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।